শাহ্‌পীর চিশ্‌তীর রওজা জেয়ারত

সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী

ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া পাবলিশার

প্রকাশনায় : আনোয়ার আহমেদ (শিবলী)
ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া পাবলিশার
৩৬, বাংলাবাজার, বই বিচিত্রা মার্কেট
ঢাকা-১১০০
© লেখক পরিবার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Published by Anwar Ahmed (Shiblee)
Imamia Chistia Publisher,
36 Banglabazar (Ground Floor)
Dhaka-1100
© Copyright reserved by Writer's family

প্রচ্ছদ ঃ লেখক
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০২২
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯৩

Cover by Writer
2nd Print January 2022
First Published : June 1993

ইমামীয়া চিশ্‌তীয়া পাবলিশার
চুনকুটিয়া (আমিন পাড়া),
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০
বাংলাদেশ।

Imamia Chistia Publisher,
Chunkutia, Aminpara
South Keranigonj, Dhaka-1310
Bangladesh

ISBN-978-984-96018-0-7
E-mail: imamiachistiapubbd@gamil.com
Price : 50 Tk. US $: 1.00
Printed by : Hera Printers 2/1, Tanugonj Lane, Sutrapur Dhaka.

প্রকাশকের কথা

আমার মুর্শিদ ক্বেবলা শাহ্ সুফী সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী (আঃ)-তাঁহার মুর্শিদ শাহ্ পীর আবদুল কাদির চিশ্‌তী-এর রওজা জিয়ারত কি করে করতে হবে সে পদ্ধতি এবং জিয়ারতের হাক্বীকত এই ছোট্ট পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন। এদ্বারা সকল ওলি-আল্লাহগণের রওজা জিয়ারতে কেমন মানসিক হাল রক্ষা করে কোন্ পদ্ধতিতে চলতে হয় সেই শিক্ষা আমরা পেয়েছি। এর সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে তওয়াফ করার বিষয়টি সম্পর্কেও আমরা জানতে পেরেছি।নিছক আনুষ্ঠানিকতার তওয়াফ তওয়াফকারীর মনে কোন ফল বয়ে আনেনা, যদি না তওয়াফকালে তাহা ওলিগণের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের হাক্বীকতের প্রতি ভক্তহৃদয়ের হাল মুর্শিদের প্রতি ভক্তি সহকারে করা হয়। আমাদের অন্তরে মুর্শিদ প্রেমের প্রেমাগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক মুর্শিদ যেন আমাদের সেই কৃপায় আবদ্ধ করেন।

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে মোহাম্মদী ইসলাম প্রচারের ভূমিকা ও মহান দায়িত্ব পালন করেন চিশ্‌তীয়া তরিকার মহান অলি খাজা মাইনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমেরী (র) এবং তাঁহার সঙ্গে আগত তাঁহার কিছু শিষ্যবৃন্দ। চিশ্‌তীয়া তরিকার এইসব সাধক ব্যক্তিগণের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলস্বরূপ এখানে মোহাম্মদী ইসলামের বীজবপন ও প্রসার লাভ হইতে থাকে।

ভারতের রাজশক্তি এই সকল চিশ্‌তী সাধকদের প্রচারে বড় রকমের কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই বরং তাহারা আল্লাহর অলিগণকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিতেন। এইরূপে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত অলিগণের ধর্ম প্রচার অবাধে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্রাট নিজে ওহাবী অর্থাৎ বস্তুবাদী আনুষ্ঠানিক ধর্মের সহায়ক হিসাবে যেরূপ ভূমিকা পালন করেন তাহাতে সূফি সাধকগণের প্রচার ও প্রসারই শুধু বন্ধ হয় নাই, বিরাট মোগল সাম্রাজ্যও ভাঙ্গিয়া যায়। তার সময় হইতে এ পর্যন্ত এ দেশীয় ইসলামের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের কারণে অলিগণের প্রচার বন্ধ হইয়া যায় এবং সূফিবাদ ও পরধর্মে সহিষ্ণুতার অভাব দেখা দেয় এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি হইতে থাকে। এ দেশীয় ইসলাম ধর্ম ক্রমশ অনুষ্ঠান সর্বস্ব হইয়া উঠে। তদুপরী কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ হইতে শুরু হয় আব্বাসীয় রাজশক্তির প্রণীত ধারা অনুসারে। ধর্মের প্রচারক হিসাবে অলিআল্লাহদের স্থান দখল করে এই সকল পুস্তকাদি। ইহাতে সত্য বিবর্জিত অন্ধ অনুষ্ঠান ধর্ম শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হইতে থাকে।

অনুষ্ঠান পালনের সঙ্গে হাক্বীকত বোধ না থাকিলে অনুষ্ঠান প্রাণহীন হইয়া যায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হুজুর ক্বেবলার ভাবধারার উপর আমাদের তরিকাপন্থি ভাইগণের জ্ঞাতার্থে মাজার জেয়ারত পদ্ধতির হাক্বীকত তুলিয়া ধরিলাম।

আমাদের তরিকাপন্থি ভাইগণের অবগতির জন্যই এই জেয়ারত পদ্ধতি লিখিত হইল।

শাহ্‌পীর চিশ্‌তীর রওজা জেয়ারত

ফেনী জেলার দাগনভুইয়া থানার বারাহীগুনি গ্রামে আমাদের মোর্শেদ ক্বেবলার যে রওজা স্থাপিত হইয়াছে তাহা ছিল প্রথমে খাজা চিশ্‌তী আজমেরীর নির্দেশ ক্রমে প্রতিষ্ঠিত খাজারই দরবার। এই দরবারের তিন দিকের তিনটি দরওয়াজার নামকরণ আজমেরী খাজাবাবার আদেশক্রমে তাঁর আজমীরস্থ রওজার দরওয়াজা তিনটির নাম অনুযায়ী একই রূপ নামে নামাঙ্কিত করা হইয়াছে। পূর্ব দুয়ারের নাম শাহী দরওয়াজা, দক্ষিণ দুয়ারের নাম সুলতানী দরওয়াজা এবং পশ্চিম দুয়ারের নাম বেহেস্তী দরওয়াজা। এগুলির অবস্থান ও গুরুত্বের বিষয়টি পরে বর্ণিত হইবে।

ক্বাবার তোয়াফ করিতে চাহিলে ইহাকে বামে রাখিয়া তোয়াফ করিতে হয়। অপর পক্ষে কামেল মহাপুরুষের তোয়াফ অথবা তাঁহার রওজা তোয়াফ করিলে উহাকে ডানদিকে রাখিয়া তোয়াফ করিতে হয়।

কাবা মানব দেহের প্রতীক। মানব দেহ লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি পরিত্যাজ্য দোষের সমষ্টি। এই দোষগুলি পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে আপন সত্তার মধ্যে এগুলির উদয় বিলয় সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া যে সব বিষয়াশয়ের আগমন ও প্রত্যাগমন হইতেছে তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া এক এক করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চিহ্নিত করিতে থাকিলে এই বিষয়গুলি দুর্বল হইয়া যায়, অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে মোহের ছাপ লাগাইতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার নাম আত্মদর্শন বা কাহাফের ধ্যান সাধনা।

স্থুল দেহ দুর্বলতার প্রতীক এবং পরিণামে ইহা পরিত্যাজ্য। দুর্বলকে বামে রাখিতে হয়। ইহাকে সম্মানের ও শ্রদ্ধার সহিত তোয়াফ করা যায় না। ইহার মধ্যে বিপদজনক কোন্ কোন্ বিষয় আছে তাহা সম্যক জানিবার জন্যই এই তোয়াফ : যাহাতে ভুল ক্রমেও উহাদের কোন একটি বিপদও আমাদের উপর চাপিয়া বসিতে না পারে। অতএব পরিত্যাজ্য আপন ক্বাবা হইল ভীষণ ভয় ভীতির বিষয়। ক্বাবায় তথা দেহে অবস্থিত অবাঞ্ছিত দোষ ত্রুটিগুলি হারাম জানিয়া সম্পূর্ণ দূর করিয়া ফেলিতে পারিলে ইহা মসজিদুল হারাম হইয়া যায়। অর্থাৎ সেজদার যোগ্য স্থানরূপে পরিগণিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মসজিদুল হারাম একজন পরিশুদ্ধ কামেল পুরুষ, যদিও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন হিসাবে চিহ্নিত করা স্থান ক্বেবলাকেও ঐ একই নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এইজন্য ক্বাবাকে ক্বাবারূপে নয়, মসজিদুল হারামরূপে ক্বেবলা করিতে হয়।

যদিও মসজিদুল আকসা প্রসঙ্গ আমাদের জন্য এখানে প্রাসঙ্গিক কথা নয়, তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে উহাকে ডানদিকে রাখিয়া তোয়াফ করিতে হইবে।

এখন আমরা মূল কথায় ফিরিয়া যাইতেছি। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন মহাপুরুষের মাজার অথবা আপন মোর্শেদের মাজার জেয়ারত করিতে গেলে আমাদের দেশে অর্থাৎ ক্বাবার পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে পশ্চিম দিকে অথবা দক্ষিণে পায়ের দিকে বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া জেয়ারত কর্ম করিতে হইবে। এর কারণ, উপস্থিত সম্মুখ ক্বেবলা হইল আমাদের জন্য প্রথম ক্বেবলা যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সাধন জগতের শিক্ষা ও ভ্রমণের শুরু হইয়াছে।

খাজা আজমেরীর আদেশ নির্দেশে আমাদের মোর্শেদ ক্বেবলা, খাজার মানস সন্তান, তাঁহার নিজ গ্রামে "দরবারে খাজা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মানবজীবনের অবসানে ইহার মধ্যে তিনি শেষ দেহ রাখিয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহার ভক্তগণের জন্য পরিপূর্ণভাবে "দরবারে খাজা।"

দক্ষিণ দুয়ার, যার নাম সুলতানী দরওয়াজা, তার আরও একটু দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে মোর্শেদ ক্বেবলার আসন, যেখানে বসিয়া তিনি দরবারের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতেন। সুতরাং এই আসনকেও দরবারের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া তোয়াফ কর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য।

বয়াতের অঙ্গিকার ঘোষণা

আমাদের হুজুর ক্বেবলা যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়া এবং যে সকল অঙ্গিকারে আবদ্ধ করিয়া আমাদের বয়াত গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন তার মধ্যে আদেশ মূলক শেষ কথাটি হইল, "ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাশাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্।" এই কথাটি (২ঃ১১৫) নং বাক্যের মধ্যাংশ। আমাদের তরিকার ভাইদের অবগতির জন্য এই বাক্যটির ব্যাখ্যা পেশ করিলাম।

(২ঃ১১৫) অনুবাদ :- এবং উদয় অস্ত আল্লাহর জন্য। তারপর যেদিকেই মুখ ফিরাও (বা যাহাতেই মনযোগ দাও) উদ্ধার কর (বা প্রত্যাবর্তন কর) আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ একজন সুবিস্তৃত জ্ঞানী।

And the rising and the setting is for Allah. So whither you turn (your attention) you restore (or corroborate) the face of Allah. Surely Allah is far reaching wise.

শব্দার্থ

(ثم) tread down, restore, amend corroborate, put into order, gather, contain উদ্ধার করা, প্রতিষ্ঠা করা, প্রত্যার্পন করা, শোধন করা, সমর্থন করা, সুশৃঙ্খল করা, সংগ্রহ করা, ধারণ করা।

(غرب) Pass away, depart, disappear, hide, set, be far, conceal, darken, eclipsed. দূর হওয়া, সরিয়া যাওয়া, উধাও হওয়া, অদৃশ্য হইয়া যাওয়া, অস্ত যাওয়া, দূরবর্তী হওয়া, লুকাইয়া যাওয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, গ্রহণ লাগিয়া যাওয়া।

ব্যাখ্যা

আমাদের সপ্ত ইন্দ্রিয় পথে ধর্মসমূহের উদয় বিলয়ের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহর পরিচয়। মানুষের জন্য এগুলি আল্লাহর আয়াত। এগুলির উদয় বিলয়ের মূল কারণ এবং উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ। আল্লাহ প্রাপ্তির জন্যই জীবকে তার শেষ পর্যায়ে আল্লাহ এই ব্যবস্থা দান করেন। এই জন্য বাক্যটি আরম্ভ হইয়াছে 'এবং' শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ ইহা হঠাৎ দেওয়া কোন একটি অবদান নহে, বরং দীর্ঘকালের প্রস্তুতির পরই এই অবদান জীবের জন্য রাখা হইয়াছে। এগুলিকে সঠিক গ্রহণ বর্জন করিতে পারিলে মানুষ তার জীব পর্যায় হইতে মুক্তির দেশে চলিয়া যাইবে। এখান হইতে অর্থাৎ এইসব ধর্মরাশির উদয় বিলয়ের মধ্য হইতে আল্লাহর চেহারা উদ্ধার করিয়া লওয়ার জন্য মানুষ তৈরি করা হইয়াছে। মনুষ্য হইতে নিম্নমানের জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। আল্লাহকে লাভ করার জন্যই মানুষের মধ্যেই এসবের সমাহার। ইহাতে যিনি পরিপক্ক হন তিনি ক্বাফ শক্তির অধিকারী হন।

অতএব হে মানুষ, যে দিকেই তুমি মনযোগ দাও বা যেদিকেই তুমি তাকাও সেখান হইতে আল্লাহর চেহারা উদ্ধার কর বা সংগ্রহ কর। এই ধর্মরাশি সুনিয়ন্ত্রিত হইলেই সাধকের নিকট আল্লাহর চেহারা জাগ্রত হইয়া উঠিবে। "যে দিকেই তাকাও" অর্থ সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারের যে কোন একটি দিকে মনোযোগ দাও সেখানেই তাঁর চেহারা প্রত্যার্পণ কর। নফসানী দৃষ্টি ভঙ্গিতে উহা গ্রহণ বর্জন করিও না। এইরূপ ধ্যান পদ্ধতির মধ্যে আপন নফসের পরিচয় পাওয়া যাইবে। যে ব্যক্তি তার আপন নফসকে চিনিয়া ফেলিয়াছে সে তার রবকে চিনিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় হইল : ধর্মের উদয় বিলয়, যখন আল্লাহর জন্য নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সাধকের নিকট 'ক্বাফ' শক্তির উদয় হয়। এইজন্য উদয় বিলয় কথার সঙ্গে বিরতি চিহ্ন হিসাবে 'ক্বাফ' বসান হইয়াছে। "ক্বাফ শক্তি" অর্থ আল্লাহর দেওয়া ৬ প্রকার আত্মিক শক্তি। যথা : ক্বাদেরুন, ক্বাহ্‌হারুন, কুদ্দুসুন, ক্বাবিউন, ক্বাবেদুন, ক্বাইউমুন।

আল্লাহ বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী। ধর্মসমূহ হইতে ক্বাফ শক্তি অর্জন করিতে পারিলে আল্লাহর বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। মানুষের আপন চেহারা মূলত আল্লাহর চেহারা। ইহার সঙ্গে নফসানী খাদ মিশিয়া গায়রাল্লার চেহারা হইয়া রহিয়াছে, ইহাই কোরানের মূল দর্শন।...

মাওলার শিখানো একটি প্রার্থনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِلٰهِىْ تُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىْ

بِاِخْلَاصٍ رَّجَآءً لِّلْخَلَاصِىْ

اَغِثْنِىْ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

بِفَضْلِكَ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ۔

উচ্চারণ : ইলাহি তুবতু মিন কুল্লিল মাআ'সি বে ইখলাসির রাজাআল লিল্ খালাসি আগিসনি ইয়া গিইয়াসাল্ মুসতাগিসিন বে ফাজলেকা ইয়াওমা ইউখাজু বিন নাওয়াসি।

অনুবাদ

হে উপাস্য, আমি সর্বপ্রকার অবাধ্যতা হইতে মুখ ফিরাইতেছি। আমার বন্ধন মুক্তির জন্য আমাকে (অবাধ্যতা হইতে) চির বিরত রাখ। সাহায্যকারীগণের মধ্যে হে (আমার) সাহায্যকারী, আমায় সাহায্য কর তোমার ফজলের দ্বারা মস্তিষ্কের দ্বারা ধৃত হইবার কালে (অথবা কপাল ধরিয়া টানিবার কালে)।

A Supplication of/from the moula

My Lord, I turn away with a sincerity from all my rebellions, Restrain (or prevent) me for the ever lasting release of mine. O Helper of the Helpers who are sought for help, render me help with your Grace at the time of seizing with/by the forehead.

মন্তব্য

প্রার্থনাটি ছোট কিন্তু পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন, সর্বকালীন এবং গভীর অর্থবহ। বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে বলে শেরেক। নফসের জন্য শেরেক অতি গুরুতর অমার্জনীয় অপরাধ। বিষয় বাসনায় মানবীয় নফস বিষম অবাধ্য, রাজদ্রোহী। পরম কর্তার নির্দেশ পালনে অবাধ্য। এইজন্য আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা হইল : হে আমার

উপাস্য, আমার মনকে বিষয়াশয়ের আসক্তি হইতে তথা তোমার অবাধ্যতা হইতে চিরতরে বিরত করিয়া রাখ এবং বিষয় বাসনার বন্দিশালা হইতে মনের মুক্তির দ্বার চিরতরে খুলিয়া দাও যাহাতে আমি আর বন্দিদশায় না আসি এবং দেহের বন্ধন হইতে তোমার ফজলের অনুগ্রহে মুক্ত হইয়া যাইতে পারি।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রার্থনাটি সার্বজনীন। যখন যিনি যার উপাস্য তখন তিনি তার সাহায্যকারী কর্তা হইয়া থাকেন। এইজন্য মুক্তি প্রার্থনা করা হইতেছে তাঁহার নিকট, যিনি এইরূপ সাহায্যকারীগণের মধ্যে আমার উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত আছেন।

মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশকে বা কপালকে 'নাওয়াসী' বলে। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা, ভালমন্দ ইত্যাদি সকল গুণাগুণের ভান্ডার হইল মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগের এই বড় অংশটি। যত রকমের আসক্তি বা শেরেক তাহা এখানেই জমা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই সৃষ্টির বন্ধনে মানুষ ধরা খাইয়া যায়। (তুলণীয় ৫৫ঃ৪১)। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আবার তাহাকে শেরেকের সঞ্চয় অনুযায়ী আর একটি তকদীর দেওয়া হয় যাহাতে শেরেক সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। আমল অর্থাৎ কর্ম যখন মোহ শূন্য বা শেরেক মুক্ত হইয়া যায় তখনই কেবল মাথার সম্মুখ ভাগের এই অংশে আর কোন সঞ্চয় থাকে না। তাই সৃষ্টির মোহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম মহত্ব লাভ করে। ইহাকে বলে লা-মোকাম বা মোকামে মাহমুদা। ইহা মহা শক্তিশালী এবং জান্নাতের মর্যাদা হইতেও উন্নত মর্যাদাপূর্ণ সর্বোচ্চ স্তর।

'ফজল' ইহা আল্লাহর অপার্থিব দান। ফজল তাঁহার আপন গুণাবলী। আপন উপাস্য হইতে ফজলপ্রাপ্ত হইয়াই এই স্তরে উন্নিত হওয়া সম্ভব। বান্দার প্রতি ইহা আল্লাহর পরম অনুগ্রহ।

তোয়াফ সম্পাদনের একটি পদ্ধতি

প্রথমে সুলতানী দরজায় মাথা রাখিয়া আত্মনিবেদন করিতে হইবে এবং তোয়াফ করিবার নিয়ত পেশ করিয়া উহার যোগ্যতা লাভের প্রার্থনা জানাইতে হইবে। তারপর সেখান হইতে একটু পিছু হটিয়া হুজুর ক্বেবলার আসনটিকে ডানে রাখিয়া দরবারের তোয়াফ আরম্ভ করিবেন। তোয়াফকালীন সর্বক্ষণ সংক্ষিপ্ত দরুদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবেন "আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ।"

আসনের সামনে মাথা রাখিয়া অথবা দাঁড়ান অবস্থায় একটু মাথা ঝুকাইয়া পাঠ করিবেন "ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতা'ঈন এহ্‌দিনাস সিরাতাল মোস্তাকীম"

(৫ বার)। তারপর দরুদ শরীফ পাঠ করিত করিতে অগ্রসর হইবেন বেহেস্তী দরওয়াজার দিকে। এই দরওয়াজায় আসিয়া মাথা নোয়াইয়া পাঠ করিবেন "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ইয়া রাব্বি" (৫ বার)। তারপর দরুদ পাঠ করিতে করিতে ঘুরিয়া আসিবেন শাহী দরওয়াজার নিকটে। এখানে আসিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া মাথা নোয়াইয়া পাঠ করিবেন : "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ বিল ক্বেবলাতে মসজিদুল হারাম ইলা মস্‌জিদুল আক্‌স" (৫ বার)। তারপর ৫ বার মহানবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করিয়া মোর্শেদ ক্বেবলার আসনের দিকে অগ্রসর হইবেন। এইরূপে প্রথম পাক শেষ করিয়া আবার উক্ত নিয়মে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম পাক সম্পন্ন করিয়া সুলতানী দরওয়াজায় অথবা হুজুর পাকের আসনের সামনে মাথা রাখিয়া আপন মনের মাকসুদ পেশ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়া তোয়াফ সম্পন্ন করিবেন। প্রার্থনার আগে নাদে আলী এবং ওবা মুক্তির দোয়া পাঠ করা উত্তম।

দরওয়াজা তিনটির পরিচয় ও তাৎপর্য বা গুরুত্ব

১। সুলতানী দরওয়াজা

ইহা সর্বপ্রকার শাসন পরিচালনা এবং কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দরওয়াজা। এই দ্বার হইতে ন্যায় নীতির শাসনদণ্ড পরিচালনা করা হয়, শাস্তি ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এখান হইতে মোর্শেদের পায়ের এক কণা পদধূলি আশীর্বাদ স্বরূপ লাভ করিতে পারিলে ভক্তের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব দেহ স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া বাইতুল মা'মুরে পরিণত হইয়া যায়। জ্ঞানের সকল দ্বার ক্রমশঃ খুলিয়া যায়।

খাজার দরবার "দরবারে মোহাম্মদ"। মোহাম্মদ (আঃ) খাজাকে নিজ হইতে শক্তিদানে অভিষিক্ত করিয়া ভারত ভূমিতে পাঠাইয়াছেন। খাজাভাবে দেওয়ানা হইয়া শাহাপীর চিশ্‌তী তাঁহারই আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া বারাহীগুনিতে চিশ্‌তীর দরবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এখান হইতে একই ফয়েজ, বরকত ও রহমত বিতরণ করিতেছেন।

"সুলতানী দরওয়াজা" অর্থ রাজত্ব ও ক্ষমতার দ্বার; শক্তি বিতরণ কেন্দ্র; অধিকার ও কর্তৃত্ব বিষয়ক দান কেন্দ্র। কিসের উপর এবং কোথায় এই সুলতানাৎ অর্থাৎ ক্ষমতার প্রয়োগ? জাহান্নামের মধ্যেই "সুলতানাতে মোস্তফা" এর ক্ষমতার প্রয়োগ। মোস্তফার রাজত্ব ছাড়া জাহান্নামকে নিভাইয়া দেওয়ার

অবশ্য রওজা তোয়াফ কার্য্য সম্পাদনে ডান-বাম কোন ধর্তব্য ব্যাপার নয়; বরং নির্ভেজাল নিয়ত এর মধ্যেই মূল বিষয় নিহীত রহিয়াছে।

শক্তি আর কোথাও নাই। বিশ্বের সকল মহাপুরুষ মোস্তফারই অবদান। জাহান্নাম নিভাইয়া দেওয়ার জ্ঞান তাঁহাদিগ হইতে প্রাপ্তব্য। জাহান্নাম অতি প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক একটি সৃষ্টি যাহা অতিক্রম করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে হইবে।

জাহান্নাম কি? –দর্শন, শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির জন্য সূক্ষ্ম যে সকল অনুভূতি শক্তি বিশ্বরবের বিধান মতে জ্বীন এবং ইনসানকে দান করা হইতেছে তার সঙ্গে স্বভাবত রহিয়াছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের নির্বাচনী ক্ষমতা। এই নির্বাচনী ক্ষমতাসমূহ (free will and choice of the faculties) নিজ ইচ্ছামত প্রয়োগ করিলে তাহাতে জাহান্নাম রচিত হয়। অপর পক্ষে বিশ্বরবের বা অনুমোদিত সম্যক গুরুর নির্দেশমত প্রয়োগ করিলে তাহাতে জান্নাত রচিত হয়। জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ই মানুষের মস্তিষ্কে অবস্থিত।

জাহান্নাম সৃষ্টি আল্লাহর রহমত লাভের ভিত্তি–অসীম বিশ্বভূবনে যাহা কিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে জাহান্নাম তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় মৌলিক একটি অবদান। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সৃষ্টি রহস্য এবং আল্লাহর পরিচয় লাভ করা সম্ভব। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল সৃষ্টির মূল উৎস জাহান্নাম। জাহান্নাম সৃষ্টি না করিলে মানব সভ্যতা, সৌন্দর্যবোধ এবং সর্ব প্রকার জ্ঞান গরিমার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। জাহান্নামই জান্নাতের জন্মদাতা এবং লা-মোকামের জন্মদাতা। জাহান্নাম ব্যতীত মোকামে মাহমুদার অর্থাৎ মানুষের জন্য চরম প্রশংসিত পর্যায় লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকিত না এবং আল্লাহর সৃষ্টির কোন সার্থকতাই থাকিত না। সত্য বলিতে কি আল্লাহ বলিয়া কোন ধারণাই থাকিত না। থাকিত নামহীন এক মহাশূন্য, এক মহা অনস্তিত্ব। জাহান্নাম একটি মহা পরীক্ষাক্ষেত্র যাহা উত্তীর্ণ হইয়া জান্নাত ও লা-মোকায় যাইতে হয়। কিন্তু জাহান্নাম একটি প্রয়োজনীয় অপরিহার্য বাধা। মুক্তি লাভ করিতে চাহিলে এই বাধা অবশ্য অতিক্রম করিতে হইবে। এবং তাহা না করিলে অসংখ্য বার অনন্ত জাহান্নামে আবর্তিত হইতে হইবে।

জাহান্নামের পরিচয় ও প্রকাশ কোরানে অত্যন্ত সুবিস্তৃত এবং সুবিন্যাসিত রহিয়াছে কিন্তু ইহার সকল সৌন্দর্য ও গুরুত্ব লোক চক্ষুর অন্তরালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যাহাতে ইহার সত্যিকার রূপ জনগণ হইতে লুকাইয়া রাখা যায়। জাহান্নাম এবং জান্নাত আমাদের চিন্তা ও কর্ম জগতের স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। ইহাদের এই পরিচয় লাভ না করিতে পারিলে ধর্মগ্রন্থ পাঠে কোন জ্ঞান অর্জন করাই সম্ভব নয়। কোরানের সর্বত্রই জাহান্নাম ও জান্নাতের পরিচয় ও বর্ণনায় ভরপুর এবং তাহা হইতে উত্তরণের তথা মুক্তি লাভের পদ্ধতিও সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে বর্ণিত বাক্যটিতে জাহান্নামের পরিচয়

সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে বিধায় তাহার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে পেশ করিলাম।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

(৭ঃ১৭৯) অনুবাদ : এবং নিশ্চয়ই জ্বীন এবং ইনসান হইতে আমরা অধিক সৃষ্টি করি জাহান্নামের জন্য। তাহাদের জন্য রহিয়াছে হৃদয় কিন্তু উহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে না, এবং তাহদের জন্য রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু উহা দ্বারা দেখে না, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কর্ণ কিন্তু উহা দ্বারা শুনে না। এই শ্রেণীয় লোকেরা পশুর মত, বরং তাহারা ভ্রান্ত। ইহারাই তাহারা যাহারা গাফেল (অর্থাৎ অলস, অমনযোগী)।

ব্যাখ্যা : 'জারানা' অর্থ আমরা বৃদ্ধি করি, বপন করি। আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই বর্ধিত উৎপাদন জ্বীন এবং ইনসান হইতেই উৎপাদিত হইয়া থাকে।

জ্বীন এবং ইনসানের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি সূক্ষ্ম এবং জটিল। বিবর্তন ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার না করিলে ইহা বুঝান মুস্কিল। পশুকুল হইতে উন্নিত করিয়া জ্বীনকূলে এবং জ্বীন হইতে ইনসান কুলে জন্মদান করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। জঘন্য অপরাধ করিলে পশু কুলে অধোগতি হয়। সম্যক গুরু রহমান রূপে জ্বীনকে শিক্ষা দান করিয়া ইনসান বানাইয়া থাকেন (৫৫ঃ১-৩)।

হৃদয়, চক্ষু এবং কান মানুষের যেমন আছে পশুরও তেমন আছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি এবং দর্শন ও শ্রবণ শক্তি পশুদের চেয়ে অনেক অনেক উন্নত। জীবকূলের জন্য জাহান্নাম অতি উন্নত স্তর। জাহান্নামের স্তর গুলিতে যেমন সূক্ষ্ম বৃদ্ধির বিকাশ আছে তেমনই আছে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অধিকার। এই সূক্ষ্ম গুণগুলি অর্থাৎ বৃত্তির শক্তিগুলি আল্লাহর তথা সম্যক গুরুর নির্দেশে পরিচালনা করিলে জান্নাতে উন্নিত হইয়া মুক্তির পথে যাওয়া যায় এবং তাহা না করিলে অনন্ত জন্মচক্রে জাহান্নামে আবর্তিত হইতে হয়। জ্বীন এবং ইনসানের জন্য দেওয়া উল্লেখিত উন্নত ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে যাহা কিছু বাহির হইতে এবং ভিতর হইতে আপন সত্ত্বার মধ্যে আগমন করে তাহা হইতে মোহমুক্ত হইয়া থাকিবার যোগ্যতা দান করিয়াই ইন্দ্রিয়গুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে। আগমনকারী বিষয়াগুলি সালাতের সাহায্যে তথা আত্মদর্শনের সাহায্যে গ্রহণ-বর্জন করিলেই ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার সার্থক হয়।

গুরুর নির্দেশিত পন্থায় উন্নতমানের ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা না করিলে তাহাদিগকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সার্থক করিয়া তুলে নাই তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার। ইহারা পশু হইতে অধম নয় বরং অনেক উন্নত। অবশ্য তাহারা তাহাদের পর্যায় অনুযায়ী ভ্রান্ত। এই শ্রেণীয় লোকের ভ্রান্তির কারণ হইল তাহারা ইন্দ্রিয়গুলির সঠিক ব্যবহার বিষয়ে গাফেল অর্থাৎ অলস ও অমনযোগী। পশুর এইরূপ ভ্রান্তি নাই, যেহেতু তাহারা ভ্রান্ত হওয়ার পর্যায়ে এখনও উন্নিত হয় নাই। সুতরাং পশুদের জন্য ভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্নই নাই।

মোর্শেদের নির্দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ না হইলে জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামকে অতি প্রিয় বিষয় রূপেই দর্শন করে। তাই তাহারা জাহান্নামকে এবং জাহান্নামের উষ্ণ পানীকে তোয়াফ করে (৫৫ঃ৪৪)

ইহা আল্লাহর একটি শক্তিশালী রহমত যে, তিনি জাহান্নামের অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন সমঝদার জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এবং তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে তাঁহারই পথে চালনা করিবার জন্য যোগ্য মোর্শেদ পাঠাইয়া থাকেন, যেন তাহারা জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট জয় করিয়া কালজয়ী মহাপুরুষ হইতে পারে।

জাহান্নামকে চরিত্র সংশোধনের উপযুক্ত করিয়া একটি পরীক্ষা ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলা হইয়াছে যাহা মুক্তি পথের যাত্রীকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

কোরান বলিতেছেন (১৯ঃ৭১-৭২) ঃ

৭১। এবং তোমাদের মধ্যে কেহই নাই যে ইহাতে আসে নাই (বা আসে না)। ইহা তোমার রবের উপর ন্যস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৭২। তারপর আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করি যাহারা (গুরুর প্রতি) কর্তব্যপরায়ণ। এবং জালেমদিগকে আমরা ইহাতেই হাটু ভাঙ্গা অবস্থায় ফেলিয়া আসি।

২. বেহেস্তী দরওয়াজা

মোর্শেদের স্কুলে ভর্তি হইয়া তাহাদ্বারা আরোপিত কর্তব্য পালন করিয়া চলা জান্নাতের প্রাথমিক অবস্থা। মুরিদের জন্য তিনিই ক্বেবলা। মোর্শেদ ক্বেবলাকে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য আর কোন ক্বেবলা নাই। এর কারণ, মোর্শেদ হইলেন জান্নাতে আশ্রয়দাতা, মুরিদের ছত্রছায়া। আপন মোর্শেদ ক্বেবলার পরিচয় ব্যতীত মসজিদুল হারাম রূপে আন্তর্জাতিক ক্বাবা ক্বেবলার পরিচয় এবং দূরতম ক্বেবলা মসজিদুল আকসার পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। এইজন্য

জান্নাতে প্রবেশ লাভের দরওয়াজা আমাদের দেশে স্থাপিত রওজার পশ্চিম দিকে থাকে। এই দরওয়াজায় প্রবেশ লাভের ভিক্ষা চাহিতে হইলে আন্তর্জাতিক ক্বাবা ক্বেবলাকে এবং মসজিদুল আকসা ক্বেবলাকে পেছনে রাখিয়া বসিতে হয়।

আজমীরে খাজাবাবার এই দরওয়াজা বার মাস বন্ধ থাকে। বিশেষ দুই চারিটি উপলক্ষ্যে খোলা হইয়া থাকে। এইরূপ করা হয় কেন? ইমামীয়া রাজত্ব তথা মহাপুরুষের রাজত্ব অর্থাৎ আল্লাহর পরিচালিত ধর্মীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সত্যিকারভাবে গুরুর আশ্রয়ে স্থান লইতে পারে না। ধর্মদ্রোহী এ সংসারে বিশেষ মনোবল সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই গুরুর আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। সামাজিক আইন কানুন, জীবনযাত্রা ইত্যাদি সকল বিষয়ই আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের ধারার বহির্ভূত। এই কারণে সামাজিক মানুষ আল্লাহর বিধানে থাকিতে পারে না। দুই চারজন খাঁটি তরিকাভুক্ত হইলেও পরিণামে সংসারের ধোপে টিকে না, ঈমানে শিথিল হইয়া যায়। এইজন্য এই দরওয়াজা না থাকার মতই থাকিতেছে। যখন মহাপুরুষ দ্বারা আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে তখনই কেবল এই দুয়ার সারাক্ষণ খোলা রাখা হইবে। ইহাই বেহেস্তী দরওয়াজার হাক্বীকত। অতি কষ্টে এই দরজায় আসিয়া হাজিরা দিলে বলিতে হয়ঃ “প্রভু হে আমার, আমি হাজির হইয়াছি।”

৩. শাহী দরওয়াজা

এখানে দাঁড়াইলে প্রথম ক্বেবলা সম্মুখবর্তী মোর্শেদের রওজা। তারপর দূরবর্তী স্থানে সংস্থাপিত মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা ক্বেবলা। “ক্বেবলা ও সালাত” নামক পুস্তক হইতে সুদীর্ঘ “ক্বেবলা” প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তরিকাপন্থীর জন্য বর্তমান প্রবন্ধটি “ক্বেবলা” প্রবন্ধের বাস্তব বা ব্যবহারিক একটি অনুশীলন মাত্র (only a practical matter).

আত্মিক জগতের রাজত্বকে শাহী রাজত্ব বা শাহেনশাহী বলা হয়। আর বস্তুজগতের রাজত্ব (temporal rule) ইহাকে বলা হয় বাদশাহী। খাজার দরবারী শাসন রাষ্ট্রভিত্তিক নয়, অর্থাৎ বৈষয়িক শাসন নয়, ইহা সম্পূর্ণ আত্মিক। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শাসন মহাপুরুষদের হাতে তুলিয়া দিতে জনগণ কোন কালেই রাজি থাকে না, যে কারণে জগতে এত কেলেঙ্কারী এবং অনাচার চলিতেছে।

এই শাহী দরওয়াজা মূলত দরবারে মোস্তফার দরওয়াজা। সুতরাং এখানে যাহা পাঠ করিতে হয় তাহা সার্বজনীন বিশ্ব ক্বেবলাকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি। যে প্রতিশ্রুতি দ্বারা সকল নবি ও রসুলগণ মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহর নেতৃত্ব এবং তাঁহা দ্বারা বিঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত সার্বুজনীন ক্বেবলা মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসাকে সবার জন্য ক্বেবলারূপে গ্রহণ

করিয়াছে (৩ ঃ ৮১), যদিও বাস্তবে জগতবাসী তাহা গ্রহণ করে নাই। জগতবাসী কোন কালেই সত্যকে গ্রহণ করিতে রাজি থাকে নাই। রাষ্ট্রীয় শক্তি মহানবীর নীতিকে সর্বাধিক প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসার সার্বজনীন আদর্শবাদ বিশ্বনবী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যাহা পার্থিব কোন দলেই গৃহীত হয় নাই। যদিও কোরানে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং মসজিদুল হারাম ক্বেবলার খাতিরে মক্কা নগরীকে “উম্মুল কূরা” অর্থাৎ সকল জনপদের মা বলা হইয়াছে, তবুও জগতৎবাসী তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। যদিও আধ্যাত্মিকভাবে সকল নবী ও রসুলগণ মহানবী মোহাম্মদ (আলাইহে সালাতু আস্‌সালাম ওয়া তসলীমা) কে তাঁহার নবুয়ত প্রচারের সাহায্য সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি হইল মহানবীর সহিত ঈমানের কাজ করা এবং মানব জাতির মধ্যে ঈমান প্রতিষ্ঠা করা বিষয়ে তাঁহার নীতিকে সাহায্য করা (৩ ঃ ৮১)।

একটি মন্তব্য ঃ এই দরবারের পরিচয় প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ না করিলে শাহ্পীরের দরবারের শান প্রকৃতপক্ষে অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। তখন দরবার ছিল কুড়ে ঘর, মাটির মেঝে। খাদেম ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক নামে একজন সরল সহজ নিরক্ষর মানুষ। এই গ্রামেই তার বাড়ি। খাদেমরূপে তিনি দরবারেই থাকিতেন। নিজ বাড়িতে যাইতেন না বলিলেই চলে। তার কাজ ছিল দরবারের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট করা যাবতীয় খেদমত করা, ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি। এবং আর একটি বড় কাজ ছিল হুজুরের হালের গরু লালন পালন করা এবং উহা দ্বারা হুজুরের সকল জমি চাষ করা।

প্রায় ৫৭ বছর বয়সে ১৩৬১ বাংলা সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখনও দরবার ছিল কাঁচা ঘর। আমরা হুজুর হইতে জানিয়াছি তার মাজার আজমেরী খাজা বাবার আদেশ ক্রমেই দরবার শরীফের উত্তর পূর্ব কোণে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

আব্দুর রাজ্জাক মিয়া বারাহীগুনিতে প্রতিষ্ঠিত খাজার দরবার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে বলিতেন, তার মধ্য হইতে একটা সামান্য কথা উল্লেখ করার জন্য আমি তাহার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিতেন ঃ “আমি দরবার ঝাড়ু দেওয়ার ব্যাপারে নিজ ইচ্ছামত কিছুই করি নাঃ সকলই খাজাবাবার নির্দেশে করিয়া থাকি। ঝাড়ু দেওয়ার কাজটি কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহা আমি তাঁহার নির্দেশ ক্রমেই করিয়া থাকি। কোন সময় ঝাড়ু দেওয়ার কাজটি আমার পছন্দ মত করিতে গেলে আমাকে ধমক দিয়া সাবধান করিয়া দিতেন। এইরূপে দরবারের কোন সেবা কর্মই আমার ইচ্ছামত আমি করি না।”

نَادِ عَلِیْ - নাদে আলী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَادِ عَلِیًّا مَّظْهَرَ الْعَجَآئِبِ تَجِدَهٗ

নাদে আ'লীয়াম্ মায্হারাল্ আজায়েবি তাজিদাহু

عَوْنًا لَّكَ فِی النَّوَآئِبِ كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ

আ'ওনাল্ লাকা ফিন্ নাওয়ায়েবি কুল্লু হাম্মিওঁ ওয়া গাম্মিন

سَیَنْجَلِیْ بِنُبُوَّتِكَ یَا مُحَمَّدُ وَبِوَلَا یَتِكَ یَا عَلِیْ

সায়ানজালী বেনুবুওয়াতিকা ইয়া মুহাম্মদু ওয়া বেওয়ালাইয়াতিকা ইয়া আলী

یَا عَلِیْ یَا عَلِیْ اَدْرِكْنِیْ

ইয়া আলী ইয়া আলী আদ্রিকনী

দোয়া-এ ওবা

لِیْ خَمْسَةٌ اُطْفِیْ بِهَا حَرَّ الْوَبَآءِ

লে খাম্সাতুন্ উত্বফী বিহা হার্রাল ওবায়িল্

اَلْحَاطِمَةِ اَلْمُصْطَفٰی اَلْمُرْتَضٰی

হাত্বিমাতি আল মুস্তফা আল মুরতাজা

وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةُ

ওয়াবনাহুমা ওয়াল্ ফাতিমা।